কমন ইন্টারেষ্ট গ্রুপ (প্রাণিসম্পদ) সমবায় সমিতির জন্য
উপ-আইনের মডেল

....

.... কমন ইন্টারেষ্ট গ্রুপ
(প্রাণিসম্পদ) সমবায় সমিতি লিমিটেড এর

উপ-আইন

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

কমন ইন্টারেষ্ট গ্রুপ (প্রাণিসম্পদ) সমবায় সমিতির জন্য

উপ-আইনের মডেল

.....

..... কমন ইন্টারেষ্ট গ্রুপ

(প্রাণিসম্পদ) সমবায় সমিতি লিমিটেড এর

উপ-আইন

কমন ইন্টারেষ্ট গ্রুপ (প্রাণিসম্পদ) সমবায় সমিতি লিমিটেড
এর
উপ- আইন
(সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ অনুসারে নিবন্ধনকৃত)

প্রারম্ভিক

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ

এই উপ-আইন.....কমন ইন্টারেষ্ট গ্রুপ-সিআইজি (প্রাণিসম্পদ) সমবায় সমিতি লিমিটেড এর উপ-আইন নামে অভিহিত হইবে।

২. সংজ্ঞাঃ

বিষয় বা প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই উপ-আইনেঃ

(ক) "আইন" বলিতে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ও উহার পরবর্তী সংশোধনীসমূহ বুঝাইবে।

(খ) "বিধিমালা" বলিতে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ ও উহার পরবর্তী সংশোধনীসমূহ বুঝাইবে।

(গ) "উপ-আইন" বলিতে এই সমিতির উপ আইন বুঝাইবে।

(ঘ) "নিবন্ধক" বলিতে সমবায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং তদকর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(ঙ) "সমিতি" বলিতে পরবর্তীতে এই উপ-আইনে উল্লিখিত সমিতিকে বুঝাইবে।

(চ) "কমন ইন্টারেষ্ট গ্রুপ/সিআইজি (প্রাণিসম্পদ)" অথবা "Common Interest Group/CIG (Livestock)" বলিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক সংগঠিত ও তালিকাভুক্ত তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ২০ বা ততোধিক সদস্যের দলকে বুঝাইবে।

(ছ) সদস্য বলিতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিক ও সরাসরি প্রাণিসম্পদ পেশায় নিয়োজিত খামারীদেরকে বুঝাইবে।

৩. সমিতির নামঃ

এই সমিতির নাম ঃ ..... সিআইজি (প্রাণিসম্পদ) সমবায় সমিতি লিমিটেড।

৪. সমিতির ঠিকানাঃ

(১) সমিতির নিবন্ধনকৃত অফিস হইবেঃ

গ্রামঃ ..... ডাকঘরঃ .....

থানা/উপজেলাঃ ..... জেলাঃ .....

(২) সমিতির ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে নিবন্ধককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং উপ-আইন সংশোধন করিতে হইবে।

সদস্য নির্বাচনী এলাকা ও কর্ম এলাকা

৫. সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকা

..... এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৬. সমিতির কর্ম এলাকা

..... এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(ক্রমিক নং-৫ ও ৬ সমিতির সাংগঠনিক সভার সিদ্ধান্তক্রমে নির্ধারিত হইবে)

৭. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. সিআইজি (প্রাণিসম্পদ) সমবায় সমিতি সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক ও জীবন যাত্রার মনোন্নয়ন করা।

২. সদস্যদের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় এবং সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে সমিতির মূলধন গঠন করতঃ উহা বিদ্যমান সমবায় আইন, বিধিমালা এবং সমিতির উপ-আইন মোতাবেক যথাযথ ব্যবহার করিয়া সমিতিকে একটি লাভজনক এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

৩. সিআইজির ভৌগোলিক এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোকে মাইক্রো এক্সটেনশন প্লান (ক্ষুদ্র সম্প্রসারণ পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা।

৪. ক্ষুদ্র সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সদস্যদের আধুনিক ও লাগসই পদ্ধতিতে প্রাণিসম্পদ লালন পালন, উন্নত প্রজন্ম প্রতিস্থাপন, সুষম খাদ্য ব্যবহার করণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করণ, প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করণ এবং উৎপাদিত প্রাণিসম্পদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও বাজার-সংযোগ সৃষ্টি করা।

৫. প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা আধুনিকি করার প্রয়োজনে সমিতির মাধ্যমে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করণ রক্ষনাবেক্ষণের মাধ্যমে সুলভমূল্যে ও সহজলভ্যে সদস্যদের তা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬. সরকার, ব্যাংক ও সরকার অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহন পূর্বক সদস্যদের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ ও প্রাণিসম্পদ সেবা সংশ্লিষ্ট কাজে বিনিয়োগ করা।

৭. সমিতির খামার স্থাপনের লক্ষ্যে (সমিতির অফিস, গুদাম নির্মাণ, গোচারণ ভূমি সৃষ্টি, গো-খামার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি) উপকরণ, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সংগ্রহ বা খরিদ করা। এই ক্ষেত্রে ব্যয় কমানোর প্রয়োজনে স্থাবর ও অস্থাবর সরকারী বা বেসরকারী সম্পত্তির বন্দোবস্ত গ্রহণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া নিশ্চিত করা। কোন সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারী বিধিবিধান অনুসরণ নিশ্চিত করা।

৮. পরিবেশের ভারসম্য রক্ষার ব্যবস্থা করা ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ পূর্বক সমিতির কর্ম এলাকায় সার্বিক প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন বৃদ্ধি করা।

৯. সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রয়োজনে সমিতির কর্ম এলাকার মধ্যে সমিতির সদস্যসহ সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহযোগিতা করা।

১০. প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ক তথ্যাবলি আদান প্রদান করা। যাহাতে সদস্যগণ প্রাণিসম্পদ ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে। সদস্যদেরকে প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও আবহাওয়া সম্পর্কে আগাম বার্তা বা সতর্কবার্তা প্রদান করিয়া সদস্যগণের দুর্যোগ মোকাবেলার পদক্ষেপ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১১. সমিতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আইন ও বিধি মোতাবেক প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক যে কোন কাজ গ্রহণ ও সম্পাদন করা।

১২. দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সমিতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

১৩. সরকার অথবা সমিতির উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নির্দেশনা মোতাবেক যে কোন দায়িত্ব পালন করা।

৮. সীলমোহরঃ

ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতি পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ সীলমোহর রাখিবে এবং উহা সম্পাদকের নিকট থাকিবে।

সদস্যপদ

৯. সমিতির সদস্যপদের যোগ্যতাঃ

(১) সমিতির উপ-আইনের অধীন যোগ্যতা সম্পন্ন সকল পুরুষ ও মহিলা, যাহারা সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকায় বাস করেন এবং ১৮ বৎসর বা তদোর্দ্ধ বয়স্ক তাহারাই এই সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন।

(২) যাহারা সদস্য হইবেন তাহাদের প্রত্যেকেই ঃ-

(ক) ..... (.....)
টাকা করিয়া ভর্তি ফিস দিতে হইবে;

(খ) ..... (.....)
টাকার অন্তত ০১ (এক) টি শেয়ার ক্রয়সহ শেয়ার মূল্যের সমপরিমান টাকা সঞ্চয় আমানত হিসাবে জমা দিতে হইবে;

(গ) সদস্যের তালিকা বহিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে দস্তখত বা টিপসহি দিতে হইবে;

(ঘ) সমিতির উপ-আইনসমূহ মানিয়া চলিবার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে;

(ঙ) নতুন সদস্য ভর্তির ক্ষেত্রে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(সমিতির সাংগঠনিক সভায় (ক) ও (খ) নির্ধারিত হইবে)।

১০. সদস্যের মনোনীত ব্যাক্তিঃ

সমিতির প্রত্যেক সদস্য উপ-আইনের অধীন যোগ্যতাসম্পন এমন একজন ব্যাক্তিকে মনোনীত করিবেন, যিনি সদস্যের মৃত্যুর পর অথবা অন্য কোন কারণে সদস্যপদ হারাইলে তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার শেয়ার এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার ও দায় দায়িত্ব অর্জন করিবেন; এই ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন আইন প্রযোজ্য হইবে না। কোন সদস্য ইচ্ছা করিলে যে কান সময়ে তাহার মনোনয়ন লিখিতভাবে পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবেন।

১১. সদস্যপদের অবসানঃ

নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদের অবসান হইবেঃ-

ক) সমস্ত শেয়ার বাজেয়াপ্ত বা হস্তান্তর হইলে, বা

খ) সদস্যপদের যোগ্যতা হারাইলে, বা

গ) সদস্যপদ প্রত্যাহার করিলে, বা

ঘ) মৃত্যু ঘটিলে, বা

ঙ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সদস্যপদ রহিত হইলে, বা

চ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হইলে।

১২. সদস্যপদ প্রত্যাহারঃ

কোন সদস্য যদি নিজে অথবা জামিনদার হিসাবে সমিতির নিকট ঋণী না থাকেন তাহা হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট ১ মাসের লিখিত নোটিশ দিয়া সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে পদত্যাগী সদস্যকে সমিতির কোন পাওনা ঋণ বা অগ্রিম থাকিলে তাহা শেয়ার বা আমানত হইতে কর্তন করিয়া রাখা যাইবে। পদত্যাগী সদস্যের শেয়ার আমানত কোন সদস্যের নিকট অথবা নতুন কোন সদস্য বরাবর হস্তান্তর না করা পর্যন্ত শেয়ারের মূল্য ফেরৎ বা সমন্বয় হইবে না। সমিতি কোন পদত্যাগী সদস্যের শেয়ার ক্রয় করিবে না।

১৩. শাস্তি প্রদানঃ

১. কোন সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার বিবেচনায় যদি ইচ্ছাপূর্বক আইন, বিধিমালা, উপ-আইন বা সমিতির প্রণীত অন্য কোন নিয়ম লংঘন করেন, তাহা হইলে ৭(সাত) দিনের নোটিশ দিয়া জরিমানা করিতে, পদচ্যুত করিতে, সদস্যপদ রহিত করিতে, অপসারণ করিতে বা বহিষ্কার করিতে পারিবে। তবে পদচ্যুত বা বহিষ্কারের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

২. উপ-আইনের ১৩ (১) এর অধীন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে সদস্যের পাওনা শেয়ার বা আমানত সম্বন্ধে ব্যবস্থাপনা কমিটি যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৪. সমিতির সদস্যগণের অধিকার ও দায়বদ্ধতাঃ

(ক) সদস্যের অধিকারঃ- সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ধারা ৩৬ হইতে ৪১ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ৮৭ হইতে ৯১ পর্যন্ত কার্যকর হইবে।

(খ) সদস্যের দায়ঃ- সমিতির দেনার জন্য সদস্যগণ স্ব-স্ব কর্তৃক ক্রয়কৃত শেয়ারের হার পর্যন্ত দায়ী হইবে।

(গ) সমিতির সকল সদস্যকে প্রতিমাসে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সঞ্চয় জমা দিতে হইবে। পরপর ৩ মাস কোনো সদস্য সঞ্চয় জমা না দিলে সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত থাকিবে এবং সদস্য কোনো অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে না। সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত ফি ও বকেয়া সঞ্চয় জমা দিয়া সদস্য অধিকার পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে।

(ঘ) সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি সমবায় বর্ষে কমপক্ষে ১টি করিয়া শেয়ার ক্রয় করিতে হইবে। ইহার ব্যত্যয়ে সদস্যের সদস্য পদ স্থগিত থাকিবে এবং সদস্য কোন অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেনা। সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত ফি ও প্রয়োজনীয় শেয়ার এর অর্থ জমা দিয়া সদস্য তাঁহার অধিকার পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে।

(ঙ) ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই সমিতি কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতিতে (ভবিষ্যতে গঠিত হইলে) সমিতির সদস্যদের মধ্য হইতে উপযুক্ত যে কোন সদস্যকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনয়ন দিবেন।

মূলধন সৃষ্টি, ব্যবহার এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা

১৫. মূলধন সৃষ্টির উপায়ঃ

সমবায় আইন, বিধিমালা এবং এই উপ-আইনের বিধান মান্য করিয়া নিম্নলিখিতভাবে সমিতির মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারেঃ

(ক) শেয়ার বিক্রয়;

(খ) সদস্যের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ;

(গ) কেন্দ্রীয় সমিতি (ভবিষ্যতে গঠিত হইলে), কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ;

(ঘ) সরকারি বা অন্যান্য বৈধ উৎস হইতে অনুদান বা ঋণ গ্রহণ;

(ঙ) সম্পত্তি, ব্যবসায়, কারবার বা অন্যান্য আয় হইতে।

১৬. অনুমোদিত শেয়ার মূলধনঃ

(ক) সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ .....
(.....) টাকা হইবে এবং প্রতি শেয়ারের মূল্য হইবে ..... (.....) টাকা। সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেন না।

(খ) কোন সদস্য সমিতির মোট অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের ১/৫ অংশের বেশী শেয়ার খরিদ করিতে পারিবেন না।
{অনুচ্ছেদ (ক)-এর অংকদ্বয় সাংগঠনিক সভার অনুমোদন মোতাবেক নির্ধারিত হইবে}

১৭. সদস্যদের ঋণ গ্রহণ ও সমিতি কর্তৃক সঞ্চয় গ্রহনের সীমাঃ

ক) শেয়ার বাবদ প্রদত্ত টাকার ৪০ গুণের অধিক কোন সদস্যই ঋণ পাইবে না। ঋণ গ্রহণের শর্তাবলী সমিতি কর্তৃক ঋণ নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক নীতিমালা মোতাবেক লেনদেন হইবে। সদস্য ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া যাইবে না।

খ) কোন সমবায় সমিতি কোন সদস্যদের নিকট হইতে কোন সদস্যের পরিশোধিত শেয়ারের ৪০ (চল্লিশ) গুণের বেশী সঞ্চয় বা ঋণ গ্রহন করিতে পারিবে না।

সাধারণ সভা

১৮. (ক) সাধারণ সভাঃ

প্রতি বৎসর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল সদস্য সমন্বয়ে বিধি মোতাবেক সাধারণ সভা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবে। বিশেষ কারণে সমিতি বিধি মোতাবেক বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

১৮. (খ) সাধারণ সভা অনুষ্ঠানঃ

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ধারা ১৬ হইতে ১৭ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১৩ হইতে ২১ পর্যন্ত অনুসরণ পূর্বক সভা বা বিশেষ সাধারণ সভা বা তলবী সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

ব্যবস্থাপনা

১৯. ক) ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ

১. সমিতির পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা ও উপ-আইন মোতাবেক ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সাধারণ সভায় সম্পাদনযোগ্য কার্য ব্যতীত সমিতির সকল কার্য উক্ত কমিটি সম্পাদন করিবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। তিন বৎসর পূর্তির পূর্বে কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে। ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্যগণ নিম্নলিখিত পদধারী হইবেনঃ-

(১) সভাপতি-১ (এক) জন। (২) সহ-সভাপতি -১ (এক) জন। (৩) সম্পাদক-১ (এক) জন। (৪) কোষাধ্যক্ষ-১ (এক) জন। (৫) সদস্য-৫ (পাঁচ) জন।

২. নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা না হইলে মেয়াদ পূর্তির সাথে সাথেই উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং নিবন্ধক সমিতির সদস্য বা সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১২০ দিনের জন্য ১টি অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিবেন।

৩. নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য সদস্যকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কো-অপ্ট করিয়া শূন্যপদ পূরণ করিবেন ।

২০. ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন পদ্ধতি- সমবায় আইনের ধারা ১৮ (২) এবং বিধি ২২-৩৬ এর বিধান সাপেক্ষে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সাধারণ সভায় নির্বাচিত হইবেন।

২১. উপ-আইনে যাহাই থাকুক না কেন সমিতিতে ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি এবং সমবায় আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী ধার্যকৃত সমবায় উন্নয়ন তহবিল বকেয়া থাকিলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণকে কোন ভাতা দেওয়া যাইবে না।

২২. ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা- ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ কার্যাদি সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(১) নতুন সদস্য ভর্তি,
(২) সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে আইন ও উপ-আইনের বিধান মতে বর্তমান কোন সদস্যকে জরিমানা, অপসারণ, বহিষ্কার বা সদস্যপদ স্থগিত অথবা জরিমানা করা।
(৩) তহবিল উন্নীতকরণ,
(৪) তহবিল বিনিয়োগ,
(৫) সমিতির স্বার্থে মামলা দায়ের, পরিচালনা ও আপোস করা।
(৬) শেয়ার আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করা।
(৭) ঋণের আবেদন নিষ্পত্তি এবং তাহার বিপরীতে জামানত নির্ধারণ করা।
(৮) বিশেষ ধরনের কাজের জন্য এককালীন উপ কমিটি গঠন করা।
(৯) হিসাব সংরক্ষণ ও হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণ।

২৩. সভাপতি ও সভাপতির ক্ষমতা ও কর্তব্যঃ

আইন ও বিধি অনুযায়ী সমিতির সভাপতি এবং কোন জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সমিতির সহ-সভাপতি সমিতির স্বার্থে ঋণ বরাদ্দ ব্যতীত সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

২৪. সম্পাদকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

(ক) সমিতির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান এবং আলোচ্যসূচি মোতাবেক সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে সদস্যগণকে সভার কার্যক্রম অবহিত করা।
(খ) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে উপস্থাপন করা।
(গ) সমিতির দৈনন্দিন অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করা।

২৫. কোষাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

সমিতির সকল আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

২৬. ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যপদের বিলুপ্তি ও অপসারণঃ

ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যের সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে, যদি-

(ক) উক্ত সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসমূহ বহাল না রাখেন;

(খ) পদত্যাগ করেন;

(গ) মৃত্যুবরণ করেন; অথবা

(ঘ) সদস্যপদ রক্ষা করার যোগ্যতা হারান।

২৭. ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ঃ

সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান করিবে। সভা অনুষ্ঠানের ৭দিন পূর্বে আলোচ্যসূচিসহ নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে এবং সভা সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। কমিটির অর্ধেক সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম হইবে। কোন মাসে আলোচ্যসূচি না থাকিলে তা লিখিতভাবে সকল সদস্যকে জানাইতে হইবে।

২৮. সমিতির বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিঃ

সমিতির কোন বিরোধ/বিবাদ দেখা গেলে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উহা মীমাংসা/নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা পক্ষ উহা নিষ্পত্তির জন্য নিবন্ধক বরাবর উপযুক্ত কোর্ট ফি সংযুক্ত করিয়া আবেদন দায়ের করিতে পারিবেন। বিরোধ নিষ্পত্তিতে সমবায় সমিতি আইনের ধারা ৫০ হইতে ৫২ এবং সমবায় বিধিমালা ১১১ হইতে ১২২ পর্যন্ত অনুসরণ করিতে হইবে।

২৯. সম্পত্তি বিক্রয়, বিনিময়ের উপর বিধিনিষেধঃ

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সভার অনুমোদন এবং নিবন্ধকের অনুমতি ব্যতিত ইহার স্থাবর সম্পত্তি যাহা সমিতির মূলধনের অংশ তাহা বিক্রয়, বিনিময় বা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

৩০. সমিতি অবসায়নঃ

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ধারা ৫৩ হইতে ৫৮ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১১১-১২২ পর্যন্ত অনুসরণপূর্বক কোন সমবায় সমিতির কার্যক্রম অবসায়নে ন্যস্ত করা যাইবে।

৩১. সাধারণঃ

(ক) যে সকল বিষয় সম্পর্কে এই উপ-আইনগুলিতে কোন নির্দেশ বা বিধান নাই তাহা বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধির নির্দেশ অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে এবং যদি আইন ও বিধিতে তাহাদের কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে এই উপ-আইনগুলি অমান্য না করিয়া নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটি যেরূপ বিবেচনা করিবেন সেইরূপ বিধান দিবেন;

(খ) এই উপ-আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই উপ-আইনের কোন অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ সর্বশেষ সংশোধনীসহ বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর কোন ধারা কিংবা বিদ্যমান সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর কোন বিধির সাথে অসংগতিপূর্ণ কিংবা সাংঘর্ষিক প্রমাণিত হইলে তাহা তাৎক্ষণিক বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ সমস্ত বিষয়াবলী বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধি অনুযায়ী নিষ্পন্ন হইবে।

আবেদনকারীরগণের স্বাক্ষর বা টিপসহি			
ক্রঃ নং	নাম ও ঠিকানা	পিতা/ মাতা ও স্বামীর নাম	স্বাক্ষর/ টিপ সহি
০১.			
০২.			
০৩.			
০৪.			
০৫.			
০৬.			
০৭.			
০৮.			
০৯.			
১০.			
১১.			
১২.			
১৩.			
১৪.			
১৫.			
১৬.			
১৭.			
১৮.			
১৯.			
২০.			

কমন ইন্টারেষ্ট গ্রুপ-সিআইজি (প্রাণিসম্পদ) সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি নিবন্ধন নীতিমালা-২০১৩ মোতাবেক নিম্নের করণীয় অনুসরণ করিতে হইবে (চেক লিষ্ট)।

১. সমবায় সমিতির নিবন্ধনের জন্য সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর ৫ নং বিধিমতে আবেদন ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

২. আবেদনে সমবায় সমিতি বিধিমালা/০৪ এর (৩) বিধিমতে সমিতির প্রকারভেদের উল্লেখ করিতে হইবে।

৩. আবেদনের সংগে সমবায় সমিতি বিধিমালা/০৪ এর ৫ (২) বিধিমতে নিবন্ধন ফি বাবদ জমাকৃত ট্রেজারী চালান দাখিল করিতে হইবে ।

৪. সমবায় সমিতি বিধিমালা/০৪ এর ১২ (১) বিধিমতে একই কম এলাকায় একই নামে অন্য সমিতি নেই এই মর্মে নিবন্ধন কারী নিশ্চিত হয়ে নিবন্ধন করিবেন।

৫. সমবায় সমিতি আইন/০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) ও সমবায় সমিতি বিধিমালা/০৪ এবং নিবন্ধনের সার্কুলার মোতাবেক সমিতির উপ-আইন প্রণীত হয়েছে অথবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত মডেল উপ-আইন অনুযায়ী তা প্রণীত হয়েছে-এই মর্মে নিবন্ধনকারী নিশ্চিত হয়ে নিবন্ধন করিবেন।

৬. আবেদনের সংগে দাখিলকৃত দলিল / কাগজপত্রাদির ফটোকপি / অনুলিপি ১ম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে। সমবায় অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিদর্শক ও তদুর্ধ কর্মকর্তা এইরূপ কাগজপত্র সত্যায়িত করিতে পারিবেন।

৭. সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য জাতীয়তা সনদ অথবা নাগরিকত্ব সনদের সত্যায়িত কপি দাখিল করিতে হইবে এবং আবেদনকারীকে সমিতির কর্ম এলাকার বাসিন্দা হিসেবে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হইতে সংগৃহীত সনদ দাখিল করিতে হইবে।

৮. সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার আওতাভুক্ত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির অফিসের জন্য নিজস্ব মালিকানা/ভাড়া সম্পকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রত্যায়নকৃত হইতে হইবে। ইউনিয়ন পরিষদের আওতাভুক্ত ঠিকানা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সদস্য কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে। ভাড়ায় ব্যবহৃত অফিসের ক্ষেত্রে ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তিনামার সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করিতে হইবে।

৯. আবেদনপত্রে ফ্লুইড ব্যবহার বা কাটাকাটি করা যাবেনা।

১০. আবেদনের সংগে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র না থাকিলে আবেদন দাখিলের ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে বিষয়টি অবহিত করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র পাওয়ার পর আইনের ১০ (২) ধারা অনুযায়ী নিবন্ধন কর্মকর্তা নিবন্ধনের আবেদন নিস্পত্তি করিবেন।

১১. আবেদনের সাথে সংযুক্ত প্রস্তাবিত সমিতির জমা - খরচ বিবরণীতে সদস্যদের নিকট হতে আদায়কৃত শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত খাতের তালিকা এবং মজুদ সংরক্ষণ বিষয়ে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি কর্তৃক প্রত্যয়ন থাকিতে হইবে।

১২. আবেদন ফরমে উল্লেখিত আবেদনকারীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম ও ঠিকানা সমিতির উপ-আইন ও জাতীয়তা/নাগরিকত্ব সনদের আবেদনকারীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম ও ঠিকানার সংগে মিল থাকিতে হইবে।

১৩. প্রাথমিক সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা এবং কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রশাসনিক এলাকার বাহিরে কর্ম এলাকা নির্ধারন করে নিবন্ধন করা যাবেনা।

১৪. সমিতি নিবন্ধনের পর সমিতির নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিবন্ধনকারী সংরক্ষণ করিবেন।